জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়ণের নিয়ন্ত্রণঃ- সংস্থা , তার আলোচনা এবং পদক্ষেপ

তুহিন সাজ্জাদ সেখ

গ্রামের মাঝখানে বহুদিনের পুরানো একটি গ্রন্থাগার। বই – এর সম্ভার খুব কম তবে অধিকাংশই পুরানো। নতুন কিছু বই অচিন্ত্য বাবুর হাত ধরে প্রবেশ করেছে। অচিন্ত্য বাবুই চাকরীর শেষে বহুদিন বন্ধ থাকা এই গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। সারা দিন তিনি সেখানে বসেই পড়াশোনা করেন।

চরিত্র পরিচিতিঃ-

১) **অচিন্ত্য বাবুঃ-** গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাস দুয়েক হল তাঁর চাকরী শেষ হয়েছে। অত্যন্ত দয়ালু এবং সৎ একজন মানুষ।

২) **সুবিমল রায়ঃ-** একজন মেধাবী কৃতি ছাত্র , অচিন্ত্য বাবুর প্রাক্তন ছাত্র এবং তাঁর স্নেহধন্য। বর্তমানে পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে বিশ্ব বিদ্যালয়ে পাঠরত।

৩) **রমাকান্ত রায়ঃ-** সুবিমলের দাদু ; একজন প্রবীন মানুষ ; সমাজে বেশ সন্মানীয় ব্যাক্তি।

৪) **চেতনঃ-** একজন হুঁশো মাঝ বয়সী রগচটা লোক। অল্পেই রেগে যায়। তবে মানুষ হিসেবে ভালো, মনে কোন কুচিন্তা নেই।

৫) **পরেশঃ-** একজন ২৮ বছর বয়সী যুবক। গ্রামের ক্লাব সম্পাদক।

সুবিমলদের আর্থিক অবস্থা অতটা ভালো নয় ; সুবিমলের উচ্চ শিক্ষা জন্য অচিন্ত্য বাবু আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

অচিন্ত্য বাবু গ্রন্থাগারে বসে এক মনে বই পড়ছেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটা ডাক শুনে সচেতন হয়ে উঠলেন। মৃদু স্বরে বলে উঠলেন - - -

অচিন্ত্য বাবুঃ- কেউ কি আমাকে ডাকল ?

সুবিমলঃ- মাস্টার মশাই - - মাস্টার মশাই - -

অচিন্ত্য বাবুঃ- (পেছন ফিরে) - - সুবিমল ! তুমি আমায় ডাকছ ! কবে এলে ? কেমন আছো ? ভালো ছিলে তো ? তোর পড়াশোনা কেমন চলছে ? কোন অসুবিধা নেই তো ?

(অত্যন্ত আনন্দের সাথে একত্রে অনেক গুলো প্রশ্ন করে বসলেন)

(সুবিমল হাসতে হাসতে গিয়ে টুপ করে প্রনাম করল মাস্টার মশাইকে)

অচিন্ত্য বাবুঃ- থাক থাক নোংরা পায়ে হাত দিতে নেই। আয় আমার বুকে আয় ; কত তোকে দেখিনি।

(জড়িয়ে ধরে পিঠ চাপড়ে আদর করতে লাগলেন)

সুবিমলঃ- আপনার শরীর ভালো আছেন তো এখন ? আমি শুনেছিলাম আপনার নাকি খুব অসুখ করেছিল—

অচিন্ত্য বাবুঃ- সে ওই আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে এখনকার জল হাওয়ার তো কোন ঠিক নেই। যখন তখন যা খুশি হয় আর কী ! আর সে জন্য এই ভাইরাস জাতীয় রোগের শিকার হয়েছিলাম। এখন ভালো আছি। ওসব নিয়ে কিছু ভেবো না , আগে তোমার কথা বলো – সব ঠিক ঠাক চলছে তো ?

সুবিমলঃ- ভাবব না মানে – এটা কোন সাধারন সমস্যা নয়। খুব মারাত্মক একটা বিষয় এই জলবায়ু পরিবর্তন।

অচিন্ত্য বাবুঃ- হ্যাঁ সে তো বটেই। তবে আগে তোমার কথা বল পরে ওটা নিয়ে কথা বলছি।

সুবিমলঃ- আমি খুব ভালো আছি। আর পড়াশোনাও খুব ভালো চলছে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- কবে এলে সুবিমল ?

সুবিমলঃ- কাল বিকেলে মাস্টারমশাই।

অচিন্ত্য বাবুঃ- তা তোমার পরীক্ষা কেমন হল ?

সুবিমলঃ- পরীক্ষা ভালো হয়েছে - - - - তবে (একটু অন্যমনস্ক হয়ে)

(সুবিমলের চোখ গ্রন্থাগারের এক কোণে পড়েছে যেখানে প্রচুর চারা গাছ রাখা আছে)

অচিন্ত্য বাবুঃ- কিছু ভাবছ সুবিমল ?

সুবিমলঃ- হ্যাঁ – মানে – মাস্টারমশাই ওই যে কোণে প্রচুর চারা গাছ রাখা আছে সেগুলো - - -

অচিন্ত্য বাবুঃ- (হেসে) ওই যে বলছিলে জলবায়ু পরিবর্তন একটা মারাত্মক সমস্যা এখন আমাদের প্রকৃতির বুকে - -

সুবিমলঃ- ও বুঝেছি বৃক্ষ রোপন কর্ম প্রকল্প।

অচিন্ত্য বাবুঃ- একদম .....। এই জলবায়ু পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়ণের নিয়ন্ত্রনের সবচেয়ে ভালো উপায় প্রচুর প্রচুর গাছ লাগানো। তাই এই আয়োজন।

সুবিমলঃ- তা এই অনুষ্টানটা কবে ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- আসলে আমি এমন কাউকে চাইছিলাম যে আমাকে পূর্ন মাত্রায় সহযোগিতা করবে। এই যে তুমি এসে গেছো ; আর আমার কোন চিন্তা নেই। অনুষ্টান হয় কাল নয় পরশু।

সুবিমলঃ- নিশ্চয় মাস্টার মশাই। আমি পূর্ণ অংশ গ্রহন করবো। এর চেয়ে ভালো কাজ আর হতে পারে বলে আমি মনে করিনা।

অচিন্ত্য বাবুঃ- গাছ লাগানো সবচেয়ে ভালো উপায় পরিবেশে তাপমাত্রা কমানোর।

সুবিমলঃ- একটি গাছ সহস্র প্রাণ।

(এমন সময়ে রমাকান্ত রায় , সুবিমলের দাদু সুবিমলকে খুঁজতে খুঁজতে গ্রন্থাগারের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে ডাক দিচ্ছেন)

রমাকান্ত রায়ঃ- সুবিমল ..... সুবিমল ..... আছিস এখানে ?

সুবিমলঃ- (ভিতর থেকে সাড়া দিল) হ্যাঁ দাদু আমি ভিতরে। তুমিও এস।

রমাকান্ত রায়ঃ- (লাঠিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে ভিত্তরে প্রবেশ করল) ভালো আছো অচিন্ত্য বাবা ? সুবিমল প্রাতঃ রাশ না করে চলে এসেছে তাই ওকে খুঁজতে আসা। আমি জানতাম ও এখানেই থাকবে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- আমি ভালো আছি কাকা বাবু। (একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে) আপনি এই চেয়ারটাই বসুন। তা আপনি ভালো আছেন তো ?

রমাকান্ত রায়ঃ- হ্যাঁ বাবা আমিও ভালো আছি।

সুবিমলঃ- দাদু তোমাকেও আমাদের সাথে থাকতে হবে কিন্তু .....

রমাকান্ত রায়ঃ- আমি তো তোর সাথেই আছি , তাহলে সাথে থাকা মানে কি ?

সুবিমলঃ- ওই সাথে থাকা নয় ; মাস্টার মশাই ঠিক করেছেন সারা গ্রাম জুড়ে চারা গাছ লাগানো হবে - - সেই কাজে তোমার পূর্ণ অংশ গ্রহন চাই।

রমাকান্ত রায়ঃ- (অচিন্ত্য বাবুকে নির্দেশ করে) বনসৃজন উৎসব ..... ! তাই নাকি বাবা ! কই আমাদের কিছু বলনি তো।

অচিন্ত্য বাবুঃ- এটা আপনাদের সকলের জন্য একটা চমক।

রমাকান্ত রায়ঃ- এই রকম মহৎ কাজে হাত লাগালে যে এই বুড়ো বয়সে অনেক পূন্যি হবে গো - - - -

সুবিমলঃ- হ্যাঁ দাদু গাছ লাগালে পরিবেশে দূষন কমবে , তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। কত শত উপকার হবে সকল মানুষের।

রমাকান্ত রায়ঃ- হ্যাঁ রে দাদু ভাই , মাস্টার মশাইকে বলেছিস তোদের লেখালেখির ব্যাপারে ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- কিসের কথা কাকা বাবু ? - - - - সুবিমল আমাকে কি বলতে চাই ?

সুবিমলঃ- আসলে মাস্টার মশাই ন্যাশনাল এনভাইরনমেন্ট সায়েন্স একাডেমী অর্থাৎ জাতীয় পরিবেশ বিজ্ঞান সংস্থা , পশ্চিমবঙ্গ শাখা থেকে দুটি ম্যাগাজিন বের হয়। সেখানে পরিবেশ দূষন , জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ণ এবং বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লেখা ছাপা হয়। আমিও সেখানে লিখি।

অচিন্ত্য বাবুঃ- তাই নাকি ! সে তো খুব ভালো কথা। এভাবেই তো মানুষের কাছে বিজ্ঞানের বার্তা খুব ভালো ভাবে পৌঁছে দেওয়া যায় এবং তাদেরকে বিজ্ঞান মনস্ক করা যায়।

(গ্রন্থাগারের কাছেই হঠাৎ একটা হট্টগোল শোনা গেলো , সুবিমলদের সকলে সচেতন হয়ে উঠলেন , কিছুক্ষন পরে বোঝা গেল যে ওটা চেতনের গলার আওয়াজ)

(গ্রন্থাগারের বাইরে)

চেতনঃ- শোন পরেশ ভালো হবে না বলছি। আমি কি তোর খাই না পরি যে তুই আমাকে রাগাবি - - - আমাকে ক্ষ্যাপা পাগল যা খুশি তাই বলবি আমি কি ঘাস খাই ?

পরেশঃ- চেতনদা তোমার কি কোন দিনও চেতনা হবে না ..... তুমি ক্ষ্যাপা পাগল কিন্তু মানুষ আর তুমি নিজেই বলছ তুমি গরু , ঘাস খাও !

চেতনঃ- (তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে) এই পরেশ আমি ঘাস খাই না আমি মানুষ।

পরেশঃ- সেটা তুমিই জান মানুষ না পশু !

চেতনঃ- দাঁড়া গ্রন্থাগারে মাস্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করি আমি মানুষ না পশু .....

পরেশঃ- বেশ চল আমিও যাচ্ছি - - - - -

(দুজনে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করল , চেতন মাস্টার মশাই – এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল আর পরেশ ঠিক তার পিছনে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছে)

চেতনঃ- ও মাস্টার মশাই ..... ও মাস্টার মশাই .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- কি হয়েছে চেতন ওমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন ?

চেতনঃ- মাস্টার মশাই আমি মানুষ না পশু ? !!!

অচিন্ত্য বাবুঃ- ওরে বাপরে !!! তুমি মানুষ না পশু – এত বড় দ্বন্দ্ব !!!!

সুবিমলঃ- চেতন কাকু তুমি খুব ভালো একজন মানুষ।

চেতনঃ- তবে .....

পরেশঃ- আমি কি বলেছি তুমি পশু , সে তো তুমি নিজেই বললে তুমি নাকি ঘাস খাও ---

(অত্যান্ত রুদ্র মূর্তি ধারন করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল , পরেশকে মারতে গেল যেন বাংলার বাঘ পরেশের বুকে থাবা বসায় আর কি)

রমাকান্ত রায়ঃ- এতক্ষন আমি সব শুনছিলাম , চেতন তুই কিন্তু বাড়াবাড়ি করছিস .....

চেতনঃ- (তখন ও রেগে বেশ জোরের সাথে বলল) তুমি দেখতে পাচ্ছনা ও আমাকে রাগাচ্ছে।

রমাকান্ত রায়ঃ- তুই রাগছিস কেন ? তুই লাফিয়ে উঠছিস আর ও একজায়গায় চুপ করে দাড়িয়ে আছে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- চেতন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি তো বাংলার বাঘ !

চেতনঃ- হ্যাঁ আমি বাংলার বাঘই তো -----

সুবিমলঃ- (সুবিমল প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করতে চাইল এবং আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল) ও চেতন কাকা এত রাগ ভালো নয়। আর তুমি কি জান বাংলার বাঘ এবং বাংলাদেশের সুন্দর বনে যে সব বাঘ থাকে তাদের আজ কত বড় বিপদ।

চেতনঃ- বাংলার বাঘের আবার বিপদ ! --- হতেই পারে না , এক থাবা বুকে বসিয়ে দিলে না .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- এই চেতন একেবারে ভাট বকিস না , একটু সিরিয়াস হয়ে কথ গুলো শোন।

পরেশঃ- এখানে কি কোন বিশেষ কথা আলোচনা করছিলেন মাস্টার মশাই , সুবিমলের সাথে -----

অচিন্ত্য বাবুঃ- হ্যাঁ পরেশ আই তুইও বস তোকেও খুব প্রয়োজন।

রমাকান্ত রায়ঃ- হ্যাঁ দাদুভাই তা ওদের বিপদ কেন ?

সুবিমলঃ- এই যে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারনেই আজকে ওদের জীবন দূর্বিসহ হয়ে উঠেছে।

পরেশঃ- বিশ্ব উষ্ণায়ণের কারনের সাথে ওদের জীবনের ক্ষতি হওয়ার কি সম্পর্ক ঠিক বুঝলাম না ------

সুবিমলঃ- পরেশদা জলবায়ু পরিবর্তন তথা বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলে স্থল ভাগে অর্থাৎ যেখানে বাঘেরা বসবাস করে সেখানে নোনা জল প্রবেশ করছে।

রমাকান্ত রায়ঃ- তার ফলে কি হচ্ছে ?

সুবিমলঃ- ওই নোনা জল ঢুকে অনেক সবুজ গাছপালা জন্মানো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে , ফলে খাদ্যের অভাব হচ্ছে।

চেতনঃ- তা ভাইপো বাঘেও কি আজকাল ঘাস খায় নাকি ? !

পরেশঃ- হ্যাঁ যদি তোমার মতো .....

চেতনঃ- (জোরে) পরেশ .....

সুবিমলঃ- না কাকু হরিণে ঘাস খায় আর সুন্দর বনে বাঘেদের প্রধান খাদ্য হরিণ।

রমাকান্ত রায়ঃ- ও তার মানে হরিণেরা ঠিক ঠাক খাবার পাচ্ছে না।

পরেশঃ- তা এর ফলে বাঘেদের খুব বিপদ ? !

সুবিমলঃ- হ্যাঁ পরেশদা , " সায়েন্স অব দ্য টোটাল এনভাইরনমেন্ট " – এর দশ জন বাংলাদেশী ও অস্ট্রেলিয়ান গবেষক বলেছেন আগামী ২০৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সুন্দর বনে বাঘেদের জন্য কোন প্রাকৃতিক বাসস্থানই থাকবে – সব নষ্ট হয়ে যাবে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- এই রকম আশঙ্কার কথা তো আই.পি.সি.সি. – ও দিয়েছে বন্য জীবজন্তুদের প্রাকৃতিক বাসার ক্ষতির ব্যাপারে।

সুবিমলঃ- হ্যাঁ মাস্টার মশাই ঐ সব গবেষকরাও আই.পি.সি.সি. – এর রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই গবেষণা করেছেন।

রমাকান্ত রায়ঃ- ঐ আই.পি.সি.সি. – টা আবার কি দাদুভাই ?

সুবিমলঃ- আই.পি.সি.সি. হল " ইন্টার – গভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেট চেঞ্জ " অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে সরকারের মধ্যে গঠিত একটি কমিটি যা এই জলবায়ু পরিবর্তনকে নিতন্ত্রনের জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- কাকা বাবু এটি ১৯৮৮ সালে ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন তথা বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা এবং ইউনাইটেড নেশন্স এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম তথা জাতি সঙ্ঘের পরিবেশ পরিকল্পনার যৌথ উদ্যোগে এটি তৈরী হয়।

পরেশঃ- তা এটার কাজ কি ? মানে কিভাবে কাজ করে এটা ?

সুবিমলঃ- এই সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্ত বাস্তব কারন এবং তার প্রভাব গুলো একত্র করে তার উপরে পদক্ষেপ নেয়।

অচিন্ত্য বাবুঃ- এই সংস্থা খুব ভালো কাজ করে , সেই জন্যে ২০০৭ সালে আই.পি.সি.সি. – কে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

চেতনঃ- (হঠাৎ জোরে) আচ্ছা মাস্টার মশাই .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- (চমকে গিয়ে) কি রে কি হল - - - - -

চেতনঃ- (মৃদু স্বরে) না মানে মাই ভাবছিলাম .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- সেটাই তো বলতে বলছি - - - - - -

চেতনঃ- বাঘেদের থাকার জায়গা না থাকলে বাঘেরা যাবে কোথায় ?

(সকলে একটু শব্দ করে হাসল)

পরেশঃ- (মজা করে) কেন তোমাদের বাড়ি .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- সত্যি চেতন বাঘেরা যখন বনে কোন খাবার পাইনা তারা তখন লোকালয়ে দিকে ছুটে যায় খাবারের খোঁজে।

রমাকান্ত রায়ঃ- এই রকম খবর তো শোনাও যায় .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- হ্যাঁ যখন কোন মানুষকে বা গবাদি পশুকে আক্রমন করে তখনই বুঝলি চেতন তোর ওই মানুষ ও পশুর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়।

সুবিমলঃ- তবে জান চেতন কাকা " শের " বলে একটি বেসরকারি সংস্থা সুন্দরবন অঞ্চলের এই মানুষও পশুর দ্বন্দ্ব কমানোর জন্য অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে কাজ করে চলেছে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- তবে সুবিমল আমি সম্প্রতি আর একটা রিপোর্ট দেখে আরও অবাক হয়ে গেলাম ----

সুবিমলঃ- কোন রিপোর্টের কথা বলছেন মাস্টার মশাই ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- " দি টেলিগ্রাফ " – এ বেড়িয়েছিল প্রতিবেদনটা। এই শিরোনামে যে বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য গরিবরা আরও গরিব ও ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে।

রমাকান্ত রায়ঃ- তাই নাকি বাবা জীবন !

অচিন্ত্য বাবুঃ- আজ্ঞে কাকা বাবু।

সুবিমলঃ- গবেষণাটা কোন সংস্থার মাস্টার মশাই ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- " প্রসেডিং অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্স " – এর রিপোর্ট।

পরেশঃ- তা মাস্টার মশাই ওরা ঠিক কি বলেছেন ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- আসলে ওরা দেখিয়েছে যে গরিব দেশে জি.ডি.পি মানে জাতীয় আয় ১৯৬১ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ণের দরুন অনেক কমেছে আর বড় লোক দেশের জাতীয় আয় বেড়েছে।

রমাকান্ত রায়ঃ- সে কি রকম বাবা জীবন ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- এই যেমন সুদান , ভারতবর্ষ , ব্রাজিলের মতো দেশের জাতীয় আয় কমেছে আর নরওয়ে , কানাডা ও সুইডেনের মতো জাতীয় আয় বেড়েছে।

পরেশঃ- তা মাস্টার মশাই এর বিরুদ্ধে লড়াই – এর জন্য কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হচ্ছে না .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- হচ্ছে বইকি। এবং এগুলো অনেক থেকে শুরু হয়েছে , তবে কি জানিস আমারা এই মানুষদের অনৈতিক এবং যথেচ্ছ অপব্যাবহারের কর্ম ফল এই বিশ্ব উষ্ণায়ণ।

পরেশঃ- তাই নাকি !

সুবিমলঃ- পরেশদা প্রথম বিশ্ব জুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর সম্মিলিত আলোচনা হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। তখনই জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি বিশ্ব জনীন জরুরী সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

রমাকান্ত রায়ঃ- অত দিন থেকে চেষ্টা করা সত্ত্বেও আজও এমন ভয়ঙ্কর পরিণতির সামনা সামনি হতে হচ্ছে আমাদের .....

অচিন্ত্য বাবুঃ- আজ্ঞে কাকা বাবু এর জন্য আমরা দায়ী।

পরেশঃ- তা ওই আলোচনা কারা করেছিল ?

সুবিমলঃ- ঐ যে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউ.এম.ও) আর জাতি পুঞ্জের পরিবেশ কর্ম পরিকল্পনা (ইউ.এন.ই.পি) এবং আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সংস্থা পরিষদ (আই.সি.এস.ইউ)।

পরেশঃ- আচ্ছা - - - - -

অচিন্ত্য বাবুঃ- শুধু কি তাই পরেশ ১৯৮৮ সালে টরেন্টো অধিবেশন হয়েছিল এই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রনের জন্য।

রমাকান্ত রায়ঃ- তা বাবা ওখানেও কি সমস্ত দেশের মানুষ জন ছিলেন ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- আজ্ঞে কাকা বাবু ৪৬ টি দেশের ৩৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ওখানে।

পরেশঃ- তাই নাকি !

চেতনঃ- আচ্ছা মাস্টার মশাই এই জলবায়ু পরিবর্তন কি খুব খারাপ গো ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- (হেসে) শুধু খারাপই নয় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি গভীর চিন্তার বিষয়।

চেতনঃ- আচ্ছা আচ্ছা - - - -

রমাকান্ত রায়ঃ- এই তো সে দিন টিভিতে দেখছিলাম অস্ট্রেলিয়ার কোথায় যেন খরা দেখা দিয়েছে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- অস্ট্রেলিয়ার মুরে ডার্লিং অববাহিকা অঞ্চল যাকে অস্ট্রেলিয়ার খাদ্য ভান্ডার বলা হয় কাকা বাবু।

পরেশঃ- তা এই ব্যাপারে জাতি পুঞ্জ কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না .....

সুবিমলঃ- নিশ্চয় নিয়েছে। তুমি ইউ.এন.এফ.সি.সি.সি – এর নাম শুনেছ যেটা ১৯৯১ সালে তৈরী হলেও ১৯৯৪ সালে চালু হয়।

পরেশঃ- সেটা আবার কি ?

সুবিমলঃ- সেটা হল জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের সন্নিমিলিত কর্ম প্রকল্প।

রমাকান্ত রায়ঃ- তা ওখানেও কি অনেক গুলি দেশ একসঙ্গে কাজ করে ?

সুবিমলঃ- হ্যাঁ দাদু। ৫০ টি দেশ ওই পরিকল্পনায় সই করার পরে ঐ সংস্থা কাজ করতে শুরু করে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- আর কাকা বাবু একসাথে ওই ৫০ টি দেশের সমাবেশকে একত্রে বলে " কনফারেন্স অব পার্টিস" বা সি.ও.পি।

সুবিমলঃ- আর এদের মধ্যে প্রথম মিটিং টা হয়েছিল ১৯৯৫ সালে বার্লিনে।

পরেশঃ- তা এখনও কি সি.ও.পি – এর মিটিং চালু আছে না বন্ধ হয়ে গেছে ?

সুবিমলঃ- অবশ্যই চালু আছে। আর আমি তোমাকে বলি এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন হল সি.ও.পি - ৩

পরেশঃ- আচ্ছা তা ওটা কোথায় হয়েছিল ?

সুবিমলঃ- এই সমাবেশটা হয়েছিল জাপানে কিয়েটো শহরে এবং সেখানে " কিয়েটো চুক্তি " স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

রমাকান্ত রায়ঃ- তা ওই চুক্তিতে কি বিশেষ কিছু বলাছিল ?

সুবিমলঃ- হ্যাঁ দাদু এই চুক্তি অনুয়ায়ী প্রতিটি দেশকে কার্বন নির্গমন ও গ্রিন হাউস গ্যাস গুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

পরেশঃ- তাই নাকি ?

সুবিমলঃ- আজ্ঞে।

রমাকান্ত রায়ঃ- তা সুবিমল সি.ও.পি কি একটি একক সংস্থা ?

সুবিমলঃ- একক কিন্তু বিভিন্ন ভাগের কর্ম রূপায়নের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ আছে। যেমন ধরো বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি গত উপদেষ্টা কমিটি এবং কর্ম রূপায়ন কমিটি।

রমাকান্ত রায়ঃ- এই কমিটি গুলোর কি বিশেষ কোন নাম আছে নাকি ?

সুবিমলঃ- দাদু এই যেমন একটি শাখার নাম " কাউ "।

পরেশঃ- গরু ! (মজা করল)

সুবিমলঃ- আরে না পরেশদা গরু নয় , কাউ হল " কমিটি অব হোল " অর্থাৎ সকলের সমন্বয়ের যে কমিটি।

অচিন্ত্য বাবুঃ- কাক বাবু সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন বিষয় হল প্রযুক্তি গত রূপায়ন। আর সেই জন্য ২০০১ সালে সি.ও.পি – ৭ এর সভাতে প্রযুক্তি রূপান্তরণের জন্য একটি এক্সপার্ট গ্রুপ তৈরী করা হয়।

সুবিমলঃ- এছাড়াও দাদু এই বিশ্ব উষ্ণায়ণের বিরুদ্ধে জাতি পুঞ্জ জীব বৈচিত্র্যের উপর সমাবেশ , জলাভূমির উপর সমাবেশ , বনভূমির নিধনের উপর সমাবেশ করেই চলেছে।

অচিন্ত্য বাবুঃ- তবে কি জানেন কাকা বাবু - - এই আমারা মানুষেরা যদি ঠিক না হই তবে কোন মিটিং – এই কাজ হবে না বুঝলেন .....

পরেশঃ- মাস্টার মশাই আমাদের কি করনীয় এখন ?

অচিন্ত্য বাবুঃ- এই যেমন ধরো জীবাশ্ম জ্বালানি – এর ব্যাবহার কমানো , যানবাহনের ধোয়া নিয়ন্ত্রন এবং তার চেয়েও বড় কথা বেশি বেশি করে গাছ লাগানো।

সুবিমলঃ- পরেশ দা আমারা বৃক্ষ রোপন উৎসব করছি তুমি আমাদের সাহায্য করবে তো ?

পরেশঃ- নিশ্চয় নিশ্চয় .....

সুবিমলঃ- সকলে তাহলে আমারা আগামী দিনের বৃক্ষ রোপনের জন্য প্রস্তুত তো .....

(সকলে একত্রে আজ্ঞে বলে সায় দিল)

সমাপ্ত